The World's Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library

This document is discoverable and free to researchers across the globe due to the work of AgEcon Search.

Help ensure our sustainability.

Give to AgEcon Search

AgEcon Search
http://ageconsearch.umn.edu
aesearch@umn.edu

*Papers downloaded from **AgEcon Search** may be used for non-commercial purposes and personal study only. No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C.*

BJAE, VII, 1 (June 1984) Conference Paper

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা পাঠ্যক্রমের পর্যাপ্ততা ও প্রাসঙ্গিকতা

মোঃ আবদুস সাত্তার মণ্ডল*

ADEQUACY AND RELEVANCE OF THE UNDERGRADUATE CURRICULUM FOR AGRICULTURAL ECONOMICS AT THE BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY

M. A. S. Mandal

ABSTRACT

This paper is divided into four sections. The first section gives a historical background of the development of Agricultural Economics as a separate and distinct field of study. Section II discusses the subject matter of agricultural economics. Various arrangements of teaching agricultural economics at the bachelor degree level in different Asian countries are discussed in section III. The final section is devoted to a critical evaluation of the existing bachelor degree curriculum of agricultural economics at the Bangladesh Agricultural University. It is argued in this paper that the study of Agricultural Economics originated in view of finding solutions to the problems of farmers and hence the subject has been in general problem-oriented in nature. It is concluded on the basis of a comparative analysis of the curricula under different situations that the existing Agricultural Economics curriculum of BAU appears relevant and nearly adequate. While it is argued in this paper that there is little scope for any significant re-organization of courses in the existing Agricultural Economics curriculum of BAU, it is admitted that the teaching of these courses has been by and large inadequate and less effective. It is suggested that necessary facilities should be created in order to change the current lecture-based teaching into more practical and learning-by-doing type teaching.

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা পাঠ্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা ও পর্যাপ্ততা নিয়ে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। আলোচনার পটভূমি হিসেবে প্রবন্ধের প্রথমেই পাশ্চাত্যে এবং বাংলাদেশে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু এবং এশিয়ার বিভিন্ন

*সহকারী অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

দেশে স্নাতক পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার পাঠ্যক্রম তুলনামূলক বিচারে কতটুকু পর্যাপ্ত ও প্রাসঙ্গিক তা বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

১. কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার সূত্রপাত

কৃষি অর্থনীতি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে মূলতঃ কৃষকদের উৎপাদনসংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা ও চর্চার মাধ্যমে। এই কারণে বিষয়টির যেমন তাত্ত্বিক দিক রয়েছে, তেমনি রয়েছে প্রায়োগিক দিক। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে কৃষি অর্থনীতি চর্চার সূত্রপাত হয়েছে ১৮৮০-১৮৯০ সালের বিরাট 'কৃষি মন্দা' কালে, যখন কৃষি পণ্যের দাম মারাত্মকভাবে পড়ে যাওয়ার ফলে খামার-ব্যবসা দারুণভাবে লোকসানের সম্মুখীন হয়। ঐতিহাসিক 'কৃষক জোট' এর পক্ষ থেকে তখন এই সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার জন্যে সরকারের ওপর চাপ দেয়া হয় এবং সরকার পরবর্তী দশকগুলোতে এই লক্ষ্যে বহু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

কৃষকদের দাবীর মুখে সরকার যেসব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার মধ্যে ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, করনীতি সংশোধন, ভূমি বন্দোবস্ত, কৃষি পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ ও স্থিতিকরণ, এবং কৃষি পণ্য ঋণের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি। এমন কি কৃষি পণ্যের দাম নিশ্চিত করার জন্যে 'কৃষক জোট' তখন মুদ্রা ব্যবস্থারও পরিবর্তন করার জন্যে সরকারের ওপর চাপ দেয়। হ্যারি স্কিনারের প্রবন্ধের ভিত্তিতে ১৮৮৯ সালে 'কৃষক জোট' কর্তৃক প্রণীত 'সাব-ট্রেজারী প্লান' ও ডেভিড লুবিনের' 'ভর্তুকি প্লান' এর ঘোষণা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কৃষকদের এই সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার জন্যে তখন কৃষক প্রতিনিধি, কংগ্রেস সদস্য ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে খামারগুলোর সমস্যা নিয়ে ব্যাপকভাবে চর্চা শুরু হয়ে যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে কংগ্রেসের প্রচুর অধিবেশন হয়েছে এবং কৃষকদের সমস্যাসংক্রান্ত বহু তদন্ত রিপোর্ট ও সুপারিশও প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে প্রয়োজনের তাগিদে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে এই সময় কৃষি বিজ্ঞানের পাশাপাশি কৃষি অর্থনীতি বিষয়ের চর্চার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়। অবশ্য এর কিছুকাল আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নামে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। উদাহরণস্বরূপ, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬৮ থেকে "এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স" নামে একটি বিষয় চালু ছিল। পরবর্তীকালে জন গ্রেগরীর অবদান ও নেতৃত্বে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ও বহুবিস্তৃত বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়েও এই সময় থেকে "ইকনোমিক্স অব এগ্রিকালচার" নামে এই বিষয়টিতে শিক্ষাদান করা হতো (টেলর ১৯৫২)।

বৃটেনে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে চর্চা শুরু হয় উৎপাদকদের আয়-ব্যয় হিসেব ও পণ্য বিপণনসংক্রান্ত সমস্যার প্রেক্ষিতে। কৃষি উৎপাদনসংক্রান্ত জরুরী সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে ১৯১৩ সালে 'কৃষি অর্থনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অরউইন ও এ্যাশবাই ছিলেন এই ইনস্টিটিউটের প্রথম দুই পরিচালক। কৃষি অর্থনীতি শাস্ত্রের বিকাশ ও উন্নয়নের সাথে এই দুই মহান ব্যক্তিত্বের অগ্রণী ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অর-উইনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯২২ সালে এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স এ্যাডভাইজারী সার্ভিস চালু হয়। ঐ বছরেই কৃষি-পণ্যোৎপাদন-ব্যয় নিরূপণের ওপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে "এগ্রিকালচারাল কস্টিং এণ্ড দি স্ট্যাডি অব ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট" শীর্ষক একটি স্মারকলিপি তৈরি করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছে পেশ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে কৃষি মন্ত্রণালয় এই সময় এগ্রি-কালচারাল কস্টিংস বিষয়ে এক সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল: কৃষি পণ্যের দাম নিরূপণে কিভাবে ওভারহেড চার্জ ধরা হবে, মূল-ধনের ওপর সুদের হার কী হবে, উৎপাদিত দ্রব্য ও তার উপজাতের মধ্যে খরচের অনুপাত কী হবে এবং উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কোন ভিত্তিতে নিরূপিত হবে ইত্যাদি।

সম্মেলনে আলোচনার জন্যে উপরি-উক্ত বিষয়গুলো নির্বাচন থেকেই বোঝা যায় যে কৃষকদের উৎপাদনের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো নিয়ে সেই সময়ে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন ও চর্চা শুরু হয়েছিল। বস্তুতঃ এই ধরনের বাস্তবধর্মী সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও চর্চার ফলশ্রুতি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয় ১৯২২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ ও পরামর্শদান কর্মকাণ্ডের মূল কেন্দ্র হিসেবে আটটি বিশ্ববিদ্যালয় ও চারটি কৃষি কলেজে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষাদান করার সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে কৃষি উৎপাদনের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো এতটা গুরুত্ব লাভ করে যে এই সময় কেম্ব্রিজ, রেডিং, ওয়াই ও লিড্স-এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এগ্রিকালচারাল কস্টিংস নামে আলাদা বিভাগ চালু করারও প্রস্তাব করা হয়। এরপর থেকে বৃটেনে অব্যাহতভাবে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা এগিয়ে চলেছে এবং এই শিক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্যই হচ্ছে কৃষকদের উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আর্থনীতিক সমস্যা সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান দান করা।

বৃটেনে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে শিক্ষাটি কেবল বিশ্ব-বিদ্যালয় ও কলেজগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা খামার-ব্যবসা তথা কৃষকদের উন্নতি কল্পে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কৃষি মন্ত্রণালয় ও সরকারী সংস্থা সমূহের ওপরও প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'দুগ্ধ উৎপাদনের অর্থনৈতিক দিক' এবং 'ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট সার্ভে' শীর্ষক কৃষি মন্ত্রণালয়ের জাতীয়ভিত্তিক গবেষণা দুটোর ফলাফল-গুলো যেমন কৃষক ও নীতিনির্ধারকদের কাজে এসেছে তেমনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বৃটেনের খামার-পর্যায়ের তথ্য বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট হ্যাণ্ডবুক, প্রিন্সিপল্স অব ইকনোমিক্স, লেবার সিম্প্লিফিকেশন

ও ফার্ম একাউণ্টস ইত্যাদির ওপর অসংখ্য বুলেটিন ও পুস্তিকা থেকে উপরি-উক্ত বিষয়ে সত্যতা মেলে (বারে ১৯৬০)। মোট কথা, ব্যবহারিক দিক থেকে কৃষি অর্থনীতি আজ এতটা উন্নতি লাভ করেছে যে আজকাল বৃটিশ কৃষকরা ফার্ম প্লানিং অনেকটা যেন ডাক্তারী প্রেসক্রিপশনের মতই গ্রহণ করে থাকে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পাশ্চাত্যে, বিশেষ করে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে, কৃষকদের জরুরী সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে কৃষি সমস্যার অর্থনৈতিক দিকগুলো নিয়ে ব্যাপকভাবে চর্চা শুরু হয়েছিল এবং এটা সম্ভব হয়েছে মূলতঃ কৃষকদের সাংগঠনিক উদ্যোগ ও রাজনৈতিক তৎপরতার ফলে। বস্তুতঃ এসব দেশে কৃষি অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে যারা চর্চা শুরু করেছে বা আলোচনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে অনেকে নিজেরাই প্রত্যক্ষ-ভাবে খামারের সঙ্গে জড়িত ছিল।

এই উপমহাদেশ বা বাংলাদেশে পাশ্চাত্যের মত কৃষকদের বিশেষ বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে চর্চা শুরু হয়নি এবং এই কথাটি কৃষি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় শিক্ষার ক্ষেত্রেও কমবেশী খাটে। এর অর্থ এই নয় যে এ দেশের কৃষকদের তেমন কোনো সমস্যা ছিল না বা তারা তার সমাধান চায়নি। এর কারণ হচ্ছে এই যে কৃষকদের উৎপাদন, বিপণন, বণ্টন ও ভোগসংক্রান্ত সমস্যাদি কখনো রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে প্রাধান্য পায়নি এবং শক্তিশালী কোনো কৃষক সংগঠন বা নেতৃত্বও কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে রাজনীতি বা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে [illegible] পাওয়ার মত কোনো স্থান করে নিতে পারেনি। এর ফলে, কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যা অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের নিমিত্তে কৃষি অর্থনীতি বা গ্রামীণ অর্থনীতি বা কৃষি উন্নয়ন বিষয় কখনো এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি পাঠ্যক্রমে গুরুত্ব পায়নি।

বাংলাদেশে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চর্চা শুরু হয় ১৯৬৩ সালে কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান নামে একটি স্বতন্ত্র অনুষদ চালু করার মধ্য দিয়ে। এর আগে ঢাকাস্থ কৃষি কলেজে বিশেষভাবে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সীমিত পরিসরে কৃষি অর্থনীতি পাঠ চালু ছিল। যতদূর জানা যায়, ব্যবস্থাটি এ রকম ছিল যে কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃষি বিষয়ক পাঠ্যবিষয়ের সংগে কোনো একটি কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যার ওপর কাজ করে থিসিস বা রিপোর্ট লিখে কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেয়া যেত। কিন্তু এটা অনুভূত হয় যে কোর্সটি অর্থনীতি বিষয়ে যথেষ্ট দুর্বল ছিল। এটা স্বীকৃত যে কৃষি অর্থনীতিতে উর্দ্ধতর শিক্ষালাভের জন্যে প্রার্থীর অবশ্যই মৌল অর্থনীতি বিষয় এবং সেই সংগে মৌল কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এরই আলোকে তৎকালীন পাকিস্তান কৃষি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতিতে স্বতন্ত্র ডিগ্রীদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই শিক্ষা চালু করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাধারণভাবে কৃষি উন্নয়নের আর্থনীতিক সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করা। বিশেষ করে, ষাটের দশকে ক্রমবর্ধমান কৃষি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রেক্ষিতে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

২. কৃষি অর্থনীতি শাস্ত্রের বিষয়বস্তু

কৃষি অর্থনীতি শাস্ত্রে কৃষি খাতে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ ও সমাধান কল্পে অর্থনীতির মূল সূত্র ও পদ্ধতিগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়। এই শাস্ত্রে কৃষি খাতে নিয়োজিত বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ও উপাদানগুলোর বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্য থেকে সমাজের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী কাম্য ব্যবহার ও তদনুযায়ী সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হয়। এদিক থেকে দেখতে গেলে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা কলা ও ফলিত বিজ্ঞান উভয়ই।

কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যাখ্যার মাধ্যমে উপরি-উক্ত সংজ্ঞার মধ্যে নিহিত ধারণাগুলো আরো পরিষ্কার হতে পারে। উৎপাদন হচ্ছে একটি প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কিছু উপাদান রূপান্তরিত হয়ে কিছু উৎপন্ন দ্রব্য তৈরি হয়। এই ভাবে, কৃষি উৎপাদন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষি উপকরণ, যেমন ভূমি, শ্রম, সার, বীজ, পানি, এগুলো রূপান্তরিত হয়ে কিছু উৎপন্ন দ্রব্য, যেমন ধান, পাট, চা বা ইক্ষুতে পরিণত হয়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার সংগে সম্পর্কযুক্ত রয়েছে জীববৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি, যান্ত্রিক প্রযুক্তি এবং রাসায়নিক প্রযুক্তি। জটিল রূপান্তর ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝবার জন্যে এই সকল প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা নিতে হয়। এই কারণে পড়তে হয় কৃষিতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কীটতত্ত্ব,, রসায়ন শাস্ত্র ও যান্ত্রিক প্রকৌশল সহ আরো অনেক বিষয়াদি। এইভাবে দেখতে গেলে, কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তির আওতাভুক্ত হয় পশু উৎপাদন, মৎস্য উৎপাদন, বন উৎপাদন প্রযুক্তিসহ আরো অনেক প্রযুক্তি। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন কৃষি উৎপাদন ধারা। এবং এগুলো প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে সংশ্লিষ্ট দেশের জলবায়ু, আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে। এই জন্যে আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশের কৃষিতে রয়েছে প্রধানতঃ শস্যোৎপাদনের ধারা (তাও বেশীর ভাগ খাদ্যশস্য), আবার অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের কৃষিতে পশু উৎপাদনের ধারা এবং কৃষি উৎপাদনের এসব ধারাই প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট দেশের কৃষি অর্থনীতির চেহারা ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে থাকে।

উপরি-উক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, কৃষি বিজ্ঞানের মূল বিষয় হচ্ছে উৎপাদন উপকরণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিদ্যমান বস্তুগত সম্পর্ক বিষয়ক জ্ঞানের আলোচনা করা। উদাহরণস্বরূপ, একজন কৃষিতত্ত্ববিদ নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষণের মাধ্যমে কী পরিমাণ সার জমিতে দিলে তা রূপান্তরিত হয়ে কী পরিমাণ ফসল পাওয়া যাবে তা বের করেন। একজন পশু বিজ্ঞানী বের করেন কী পরিমাণ খড় বা ভুষি গরুকে খাওয়ালে তা রূপান্তরিত হয়ে কী পরিমাণ মাংস বা দুধ পাওয়া যাবে। এই-ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এই বিজ্ঞানীরা জমিতে কতটুকু সার দিলে সর্বোচ্চ পরিমাণ ফসল, বা কতটুকু খড় বা ভুষি খাওয়ালে সর্বোচ্চ পরিমাণ মাংস বা দুধ প্রযুক্তিগতভাবে পাওয়া সম্ভব তা অবশ্যই বের করতে পারেন। কিন্তু উপকরণগুলোর বিকল্প সংমিশ্রণের মধ্য থেকে কোন সংমিশ্রণ বা উপকরণগুলো কী পরিমাণ ব্যবহার করলে উৎপাদকদের জন্যে সবচেয়ে লাভজনক হবে তা নির্ধারণের জন্যে

বিজ্ঞানীর ঐ উপকরণ - উৎপাদনের বস্তুগত সম্পর্কের ধারণাটিই যথেষ্ট নয়, তাকে আরো কিছু প্রশ্নের উত্তরও জানতে হয়। কেননা সর্বোচ্চ বস্তুগত উৎপাদন আবশ্যিকভাবেই সর্বোচ্চ লাভজনক উৎপাদন নয়। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো হচ্ছেঃ কোন ফসল উৎপাদন করা হবে, কতটুকু উৎপাদন করা হবে, কখন উৎপাদন করা হবে, উপকরণ কোথা থেকে পাওয়া যাবে, ফসল কোথায় বিক্রি করতে হবে ইত্যাদি। উৎপাদকের এগুলো প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেবার জন্যে প্রয়োজন ভিন্ন ধরনের জ্ঞান ও দক্ষতা। এর জন্যে জানতে হয় খামার-ব্যবস্থাপনার সূত্রগুলো, বাজারের অবস্থা, উপকরণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের দাম, ভোক্তার পছন্দ-অপছন্দ, উৎপাদকের সঞ্চয়, মূলধন ও ঋণের উৎস, খামার-আয়তন ও ভূমিস্বত্ব, আয়-ব্যয় হিসেব, উৎপাদনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা, বৈদেশিক বাণিজ্য, দেশের মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইত্যাদি। এসব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে যে ব্যাপক পাঠ্যবিষয়টি গড়ে ওঠে তাকেই বলা হয় কৃষি অর্থনীতি বিষয়। উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দেবার জন্যে যেহেতু উৎপাদনের বস্তুগত দিক সম্পর্কেও ধারণা থাকা দরকার সেহেতু কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনীতি, সমাজনীতি ও পরিসংখ্যানবিষয়ক বিস্তারিত শিক্ষার সংগে কৃষি বিজ্ঞানের কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কেও শিক্ষা দিতে হয়। তবে শিক্ষার্থীকে শেষোক্ত বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ বানাবার প্রয়োজন নেই। এসব বস্তু বিজ্ঞানে তাদের এই পরিমাণ জ্ঞানই যথেষ্ট যতটুকু তাদেরকে কৃষি উৎপাদনের অর্থনৈতিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে পারঙ্গম করে তুলবে। মোট কথা, একজন সফল কৃষি অর্থনীতিবিদের কৃষি উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন সম্পর্কিত ব্যষ্টিক সমস্যা ও সমষ্টিগত পর্যায়ের সমস্যা নিয়ে আর্থনীতিক অনুশীলন ও বিশ্লেষণ করা এবং তার আলোকে অভীষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী বিকল্পগুলোর মধ্য থেকে কাম্য পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়ার জ্ঞান ও দক্ষতা থাকা আবশ্যক। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতেই আমরা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি শিক্ষাসূচীর যথার্থতা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করব।

৩. স্নাতক পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষাব্যবস্থা

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থার অধীনে স্নাতক পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেভাবে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয় তাকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত চার ভাগে ভাগ করে দেখা যায় (ম্যাকার্থি ১৯৭৭)।

প্রথমতঃ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে স্নাতক পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতিতে ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, থাইল্যাণ্ডের ক্যাসেট সার্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিউল বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়ার ইউ. পি. এম. থেকে কৃষি অর্থনীতিতে বিভিন্ন মেয়াদের স্নাতক ডিগ্রী দেয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ বেশ কিছু জায়গায় কৃষি অর্থনীতি বিষয়কে কৃষিতে ডিগ্রী কোর্সের অংশ হিসেবে পড়ানো হয়। এক্ষেত্রে, কৃষি অর্থনীতির কিছু বিষয় স্নাতক পর্যায়ের কৃষি কোর্সের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

শ্রীলংকা বিশ্ববিদ্যালয় বা কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এছাড়াও আরেকটি ব্যবস্থার অধীনে কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রী নিয়েও কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে বিশেষায়নের সুযোগ রয়েছে। এই ব্যবস্থায় কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রী কোর্সের এক-চতুর্থাংশ হতে এক তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকে কৃষি অর্থনীতি বিষয়সমূহ। মালয়েশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলিপাইন বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ব্যবস্থা চালু আছে।

তৃতীয়তঃ কৃষিতে ডিপ্লোমা কোর্সের অংশ হিসেবেও কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে শিক্ষা দেয়া হয়। ফিজি স্কুল অব এগ্রিকালচার বা লাওসের ই. আর. এ. এস. পি.-তে এই ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে।

চতুর্থতঃ অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রী কোর্সের সঙ্গে কৃষি অর্থনীতির দুয়েকটি কোর্স শিক্ষা দেয়ার আরেকটি ব্যবস্থাও আছে। সিঙ্গাপুরের নাইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানের সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এই ব্যবস্থা চালু আছে।

৪. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা

আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার মধ্যে সাধারণভাবে এমনসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন যেগুলো সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করলে একটি দেশের প্রেক্ষিতে কৃষি উৎপাদক ও ভোক্তার অভীষ্ট লক্ষ্যপূরণের লক্ষ্যে বিকল্প পদ্ধতি বা পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা লাভ করা যায়। এই দৃষ্টিতে আমরা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদীয় কৃষি অর্থনীতি ডিগ্রী কোর্সের বৈশিষ্ট্য ও যথার্থতা বিচার করব। এই উদ্দেশ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণের জন্যে কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রী পর্যায়ের তিনটি আলাদা পাঠ্যক্রম ১ নম্বর সারণীতে দেখানো হলো। এখানে উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও এশিয়ার দেশগুলোর জন্যে সুপারিশকৃত পাঠ্যক্রম দুটো চার বছর মেয়াদী এবং ওয়াই কলেজের পাঠ্যক্রমটি তিন বছর মেয়াদী। আলোচ্য পাঠ্যক্রমগুলোর অন্তর্ভুক্ত কোর্সগুলোর কোনটি কোন বর্ষে পড়ানো হয়, কোনটির মোট নম্বর কত বা কোর্সগুলোর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশের অনুপাত কত ইত্যাদি দিক সম্পর্কে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে মোটের ওপর কী কী কোর্স পড়ানো হয় এখানে কেবল তার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক নম্বর সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে সংজ্ঞানুযায়ী কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে গ্রাজুয়েট হতে হলে একজন শিক্ষার্থীর যেসকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন তার প্রায় সবগুলোই এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে, অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে কৃষি বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন এগ্রোনমি, হর্টিকালচার, এনিমল সায়েন্স, এগ্রি-

সারণী ১. স্নাতক পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার বিভিন্ন পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	এশিয়ার জন্যে সুপারিশকৃত[১]	ওয়াই কলেজ (লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়)
১. প্রিন্সিপলস অব ইকন	১. ইনট্রোডাক টু ইকন	১. ইকন ১
২. মাইক্রো ইকন	২. মাইক্রো ইকন	২. ইকন ২
৩. ম্যাক্রো ইকন	৩. ম্যাক্রো ইকন	৩. ইকন ৩
৪. ম্যাথ ফর ইকন	২. ম্যাথ ১	৪. ম্যাথ ফর ইকন
৫. ষ্ট্যাট ১	৫. ম্যাথ ২	৫. ষ্ট্যাট ফর ইকন ১
৬. ষ্ট্যাট ২	৬. ষ্ট্যাট ১	৬. ষ্ট্যাট ফর ইকন ২
৭. একাউনটেন্সি	৭. ষ্ট্যাট ২	*৭. ল্যাণ্ড ইউজ
৮. প্রোডাক ইকন	৮. ইকনোমেট্রিক্স	*৮. ল্যাণ্ড ইউজ এণ্ড রুরাল প্লানিং
৯. ল্যাণ্ড ইকন	৯. একাউন্টিং ১	৯. ম্যানেজমেন্ট ১
১০. ফার্ম ম্যানেজমেন্ট	১০. একাউন্টিং ২	*১০. ম্যানেজমেন্ট ২
১১. রুরাল সোশিওলজি ১	১১. প্রোডাক ইকন	*১১. ম্যানেজমেন্ট ৩
১২. রুরাল সোশিওলজি ২	১২. ল্যাণ্ড ইকন	*১২. সোশাল ষ্ট্রাক এণ্ড রুরাল চেঞ্জ
১৩. গভঃ এণ্ড পাব এডমিন	১৩. ফার্ম ম্যানেজমেন্ট ১	১৩. মার্কেটিং ১
১৪. পলি হিষ্ট অব বাংলাদেশ	১৪. ফার্ম ম্যানেজমেন্ট ২	*১৪. মার্কেটিং ২
১৫. ইকন অব বাংলাদেশ	১৫. ফার্ম ম্যানেজমেন্ট ৩	*১৫. ইউরো এগ্রি এণ্ড পলিসি
১৬. প্রিন্সিপলস অব কোপারেশন	১৬. এগ্রি বিজ ম্যানেজমেন্ট	*১৬. ইকন আসপেক্ট অব এগ্রি ডেভ
১৭. এগ্রি প্রাইস	১৭. রুরাল সোশিওলজি	১৭. এগ্রি এণ্ড হিউম্যান ডেভ
১৮. এগ্রি মার্কেটিং	১৮. গভর্ণমেন্ট	১৮. কনসেপ্ট এণ্ড মেথড ইন ন্যাচারাল এণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স
১৯. মানি এণ্ড ব্যাংকিং	১৯. এগ্রি মার্কেটিং	১৯. ইকন অব এগ্রি ইণ্ড
২০. এগ্রি ফাইনান্স	২০. এগ্রি ফাইনান্স	*২০. হর্টিকালচার ইকন
২১. পাব ফাইনান্স এণ্ড ইন্টা ট্রেড	২১. এগ্রি ফাইনান্স	২১. লাইভষ্টক প্রোডাক
২২. এগ্রি পলিসি	২২. ইন্টা ট্রেড	২২. এগ্রি এণ্ড ইটস টেকনোলজি
২৩. প্যাটার্ন অব ইকন ডেভলপমেন্ট	২৩. এগ্রি পলিসি	*২৩. কম্পিউ এণ্ড কম্পিউ প্রোগ্রাম
২৪. রিসার্চ মেথোড	২৪. এগ্রি প্লানিং	*২৪. অপা এ্যান এণ্ড ওয়ার্ক স্ট্যাডি
২৫. এগ্রি এক্সটেনশন	২৫. ইকন প্রোব ইন এগ্রি	*২৫. পপুলেশন এণ্ড রুরাল এনভাইর
২৬. এগ্রোনমি	২৬. এগ্রি ডেভলপমেন্ট	২৬. স্পেশাল ষ্ট্যাডি
২৭. হর্টিকালচার	২৭. রিসার্চ প্রোজেক্ট	
২৮. এনিমল সায়েন্স	২৮. এগ্রি এক্সটেনশন	
২৯. এগ্রি ইঞ্জি	২৯. প্রিন্সিপলস অব এগ্রি ১	
৩০. ফিশারিজ	৩০. প্রিন্সিপলস অব এগ্রি ২	
	৩১. প্রিন্সিপলস অব এগ্রি ৩	
	৩২. রাইটিং এণ্ড স্পিকিং	

১. এশিয়ার দেশগুলোর জন্যে সুপারিশকৃত পাঠ্যক্রম প্রণয়নের পটভূমিকা জানার জন্যে ১ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

* ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ।

ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশারিজ, এগ্রি এক্সটেনশন, এসব কোর্স অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পাঠ্যক্রমটি তুলনামূলকভাবে বেশ উন্নত ও সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এশিয়ার দেশগুলোর জন্যে কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রী পর্যায়ের চার বছর মেয়াদী যে পাঠ্যক্রমের সুপারিশ করা হয়েছে তার সঙ্গে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আলোচ্য পাঠ্যক্রমটির তুলনা করলে দেখা যায় যে দুটোর মধ্যে বহুলাংশে মিল রয়েছে। লক্ষ্যনীয় যে এই দুটো পাঠ্যক্রমের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ কোর্সের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে এবং অনেকগুলো কোর্সের শিরোনামেও হুবহু মিল লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কৃষি অর্থনীতি পাঠ্যক্রমটিতে এশিয়ার জন্যে সুপারিশকৃত পাঠ্যক্রমটির তুলনায় কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখার বেশী সংখ্যক কোর্স অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এটা অধিকতর সুসংগত ও উপযোগী হয়ে উঠেছে। মূলতঃ এটা সম্ভব হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের আওতায় কৃষি বিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করার সুযোগ থাকায়। যুক্তরাজ্যের মত একটা উন্নত দেশের কৃষি অর্থনীতি শিক্ষাব্যবস্থার উদাহরণ হিসেবে ওয়াই কলেজের স্নাতক পর্যায়ের যে পাঠ্যক্রমটি সারণীতে দেখানো হয়েছে তার সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমটির তুলনা করলেও দেখা যায় যে দুটো পাঠ্যক্রমের অনেকগুলো কোর্সের মধ্যেই সাদৃশ্য রয়েছে। তা ছাড়াও, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি পাঠ্যক্রমটি এক বছর বেশী মেয়াদের এবং সংখ্যার দিক থেকেও কিছু বেশী কোর্স এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচ্য পাঠ্যক্রমটির ব্যাপকতা ও প্রাসঙ্গিকতাও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে ওয়াই কলেজ বা এশিয়ার দেশগুলোর জন্যে সুপারিশকৃত পাঠ্যক্রম-দুটোতেই ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট ও কোয়াণ্টিটেটিভ কোর্স-গুলোর ওপর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমটির তুলনায় আপাতঃ দৃষ্টিতে একটু বেশী জোর দেয়া হয়েছে।

উপরি-উক্ত তুলনামূলক আলোচনা থেকে এটা দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ের কৃষি অর্থনীতি পাঠ্যক্রমে নতুন কোনো কোর্স সংযোজন বা কোনো কোর্স বাদ দিয়ে খুব বড় কোনো পরিবর্তন আনার সুযোগ নেই এবং প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে দেখতে গেলে তার কোনো প্রয়োজনও নেই। তবে এই পাঠ্যক্রমভুক্ত কোর্সগুলো বিভিন্ন বর্ষে যে ক্রমানুযায়ী সাজানো আছে তার কিছুটা রদবদল করে এবং কিছু কিছু কোর্সের বিষয়বস্তু পুনর্বিন্যাস করে শিক্ষাদানের কাজটি সহজতর ও অর্থবহ করা যেতে পারে। এছাড়াও কিছু কিছু কোর্সের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত না হলেও সেগুলো শিক্ষাদানের প্রতি আরেকটু বেশী গুরুত্ব দেয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, নিম্নলিখিত কয়েকটি দিক বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে।

প্রথমতঃ ১ নম্বর সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে যে এশিয়ার দেশগুলোর জন্যে সুপারিশকৃত পাঠ্যক্রম ও ওয়াই কলেজের পাঠ্যক্রমের তুলনায় আমাদের পাঠ্যক্রমে ফার্ম ম্যানেজমেণ্টের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কিছুটা কম গুরুত্ব পেয়েছে। ফার্ম ম্যানেজমেণ্টের কোর্স সংখ্যা না বাড়িয়েও এর ব্যবহারিক শিক্ষার ওপর আরো বেশী গুরুত্ব দেয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমান ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট, প্রোডাকশন ইকনোমিক্স, গবেষণা পদ্ধতি, ম্যাথ ফর ইকনোমিষ্ট–এসব কোর্সের মধ্যে কোয়াণ্টিটেটিভ মেথড্স, এ্যানালাইটিক্যাল টেকনিক্স, প্রজেক্ট প্ল্যানিং ও মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলো পড়ানো হয়। তবুও কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার প্রয়োগিক দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যাতে আরো ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কোয়াণ্টিটেটিভ বিষয়-গুলোর ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়া প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ ইকনোমি অব বাংলাদেশ কোর্সটির কিছু কিছু বিষয় অন্যান্য কোর্স, যেমন প্রিন্সি-পলস্ অব ইকনোমিক্স, প্রোডাকশন ইকনোমিক্স, এগ্রি-কোপারেশন, এগ্রি-মার্কেটিং, এগ্রি-ফাইনান্স-এসব কোর্সের মধ্যে কোনো না কোনো ভাবে পড়ানো হয় বলে এই কোর্সটি আলাদাভাবে পড়ানোর প্রয়োজন নেই বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কোর্সটির বেশ কিছু বিষয় যেমন, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ, জনসংখ্যা ও জনশক্তি উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, যোগাযোগ, উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান পাঠ্যক্রমের অন্যান্য কোর্সে এগুলো পড়ানোর সুযোগ নেই। কাজেই অন্যান্য কোর্সের মধ্যে উপরি-উক্ত বিষয়গুলোকে যদি সম্বলিত করা না যায় তবে ইকনোমি অব বাংলাদেশ কোর্সটি পাঠ্যক্রম থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দেয়া ঠিক হবে না।

চতুর্থতঃ ম্যাথামেটিক্স ফর ইকনোমিষ্ট কোর্সটি এখন পাঠ্যক্রমের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ানো হয়। কোর্সটির বিষয়বস্তু থেকে বোঝা যায় যে এতে অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূত্র, ধারণা ও সমস্যাগুলো অনুধাবন ও বিশ্লেষণের জন্যে গাণিতিক সূত্র ও পদ্ধতি ব্যবহারের দিকগুলো যথার্থই গুরুত্ব পেয়েছে। সেদিক থেকে কোর্সটির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তবে অনেকের মতেই কোর্সটির নাম ম্যাথামেটিক্যাল ইকনোমিক্স হলে আরো যথাযথ হবে। তবে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রদের অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিষয়গুলো সম্পর্কে ততটা স্পষ্ট ধারণা থাকে না বিধায় তারা উপরি-উক্তি কোর্সটি থেকে খুব বেশী সুফল লাভ করতে পারে না। তাই বতমান পাঠ্যক্রমানুযায়ী দ্বিতীয় বর্ষে মাইক্রো ইক-নোমিক্স ও তৃতীয় বর্ষে ম্যাক্রো ইকনোমিক্স কোর্সগুলো পড়ানোর পর আলোচ্য কোর্সটি শিক্ষা দিলে শিক্ষাদান আরো সহজ ও অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

সবশেষে, এটা অনস্বীকার্য যে আমাদের বর্তমান পাঠ্যক্রম উন্নত এবং তুলনামূলক বিচারে প্রায় পর্যাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও এই পাঠ্যক্রমটি আমরা পড়াচ্ছি বা পড়াতে বাধ্য হচ্ছি অপর্যাপ্তভাবে। আমার মতে এটা আমাদের কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার বড় দুর্বলতা। অবশ্য এই কথাটি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এবং দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল পর্যায়ের পড়াশুনার জন্যেই সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অপর্যাপ্তভাবে শিক্ষাদানের জন্যে সব সময় শিক্ষকগণ দায়ী তা বলা যায় না। আমাদের দেশের শিক্ষণ পদ্ধতিটিই অনুন্নত এবং বক্তৃতাসর্বস্ব। হাতে কলমে শিক্ষার্থীকে কাজ শিখানোর চেয়ে ক্লাশে বেশী কথা বলাই এশিয়ার সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। কৃষি অর্থনীতি বিষয়, বিশেষ করে ফার্ম ম্যানেজমেণ্ট, মার্কেটিং ইত্যাদি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষাদান তথা ব্যবহারিক শিক্ষাদানের প্রতি

আরো সময় দেয়া এবং আরো বাড়ীর কাজ দিয়ে শিক্ষার্থীকে তৎপর করে তোলা প্রয়োজন। এ-সবের জন্যে শিক্ষাসামগ্রী ও ক্ল্যারিক্যাল সার্ভিসের সময়মত যোগান, কম্পিউটিং সুযোগ, শিক্ষকের পর্যাপ্ত সময় ও সর্বোপরি নিবিড়ভাবে তদারকীর জন্যে একটি কোর্সে ছাত্রসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সীমার মধ্যে থাকা প্রয়োজন। এগুলোর অনেক কিছুই এখানে নেই বলে একটি ভাল পাঠ্যক্রম থাকা সত্ত্বেও আরো ভালভাবে শিক্ষাদান করা সম্ভব হয়ে উঠছেনা।

টীকা

১. ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে নিউজিল্যাণ্ড সরকার ও ক্যান্টারবারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লিংকন কলেজের যৌথ উদ্যোগে "এশিয়ায় কৃষি অর্থনীতি ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে শিক্ষণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে এশিয়ার ১৫টি দেশের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে এশিয়ার দেশগুলোর জন্যে স্নাতক পর্যায়ে কৃষি অর্থনীতি শিক্ষার এই পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেন এবং সুপারিশকারে তা গৃহীত হয়। এই পঠ্যক্রমে প্রত্যেক বর্ষের কোর্সগুলো অবশ্য দুই সেমিষ্টারে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এই সকল প্রতিনিধিরা অবশ্য আরো দুটি আলাদা পাঠ্যক্রমের সুপারিশও রেখেছেন। এর একটি হচ্ছে কৃষি অর্থনীতিকে প্রধান বিষয় ধরে কৃষিতে স্নাতক ডিগ্রীর জন্যে এবং অপরটি হলো কৃষি অর্থনীতিকে প্রধান বিষয় ধরে অর্থনীতিতে স্নাতক ডিগ্রীর জন্যে।

তথ্য নির্দেশিকা

ওয়াই কলেজ ১৯৭৮ — ওয়াই কলেজ: প্রোসপেক্টাস, ১৯৭৮-৮০।

টেলর ১৯৫২ — হেনরি সি. এণ্ড এ্যানি ডি. টেলর: দি স্টোরি অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস্, ১৮৪০-১৯৩২. আইওয়া: স্টেট কলেজ প্রেস, ১৯৫২।

মারে ১৯৬০ — স্যার কিথ এ. এইচ. মারে: "এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স ইন রেট্রোস্পেক্ট". জার্ণাল অব এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স, ১৩, ৪ (জানুয়ারী ১৯৬০)।

ম্যাকার্থি ১৯৭৭ — ওয়েন ম্যাকার্থি (সম্পা): টিচিং এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স এণ্ড ম্যানেজমেন্ট ইন এশিয়া. নিউজিল্যাণ্ড: লিংকন কলেজ, ১৯৭৭।

হুসেইন ও মণ্ডল ১৯৮০ — এ. এম. এম. হুসেইন ও এম. এ. এস. মণ্ডল: "এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: পাষ্ট, প্রেজেন্ট এণ্ড ফিউচার." দি পাষ্ট, প্রেজেন্ট এণ্ড ফিউচার অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজিক্যাল এডুকেশন ইন বাংলাদেশ, সেমিনার প্রোসিডিংস, ময়মনসিংহ, বি. এ. এ. এস. অক্টোবর ১২-১৩, ১৯৮০।